দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ২৭/৫/২০০১ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ছাত্রদলের ২৫১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

সভাপতি ও সা. সম্পাদকসহ অছাত্র ১১৫ ❑ বিবাহিত ৪৩ ❑ মৃত ব্যক্তির নামও কমিটিতে ঠাঁই পেয়েছে

মোশতাক আহমেদ ঃ ছাত্রদলের ২৫১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১৫ জনই অছাত্র। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া ৪৩ জন বিবাহিত। অনেকের ছেলেমেয়ে এখন স্কুলগামী। কমিটিতে মৃত ব্যক্তিও ঠাঁই পেয়েছে।

কমিটি গঠনের ৬ মাস পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের গত শুক্রবার রাতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৫১-এর স্থলে ২৫১ জনের এই কমিটি অছাত্র, সন্ত্রাসী, বিবাহিত, প্রবাসী, মধ্যবয়স্ক নেতাকর্মী দিয়ে ভরপুর। এছাড়া ১ মাস আগে মৃত একজনকেও এই কমিটিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নিজে গত শুক্রবার রাতে এই কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন।

গত বছরের ২৪শে ডিসেম্বর নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে সভাপতি, সাহাবুদ্দিন আহমেদ লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক, মঞ্জুর এলাহীকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, মুন্সী বজলুল বাসিত আঞ্জুকে যুগ্ম সম্পাদক এবং এ বি এম মোশাররফ হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য বেগম খালেদা জিয়া এই পাঁচজনকে নির্দেশ দেন। কিন্তু এই পাঁচজনের মধ্যে সকলেই অছাত্র, বিবাহিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্রদলের গ্রুপটি এই কমিটির প্রতিবাদ জানায় ক্যাম্পাসে তাদেরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং সংঘর্ষ হয়। পরে বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে সকল গ্রুপ এক হয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত দুই মাস আগে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটির খসড়া করে বেগম খালেদা জিয়ার কাছে উপস্থাপন করা হয়। পরে তিনি গত শুক্রবার রাতে এই কমিটি অনুমোদন করেন।

ছাত্রদলের গঠনতন্ত্রে ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সদস্য ব্যতীতই ২৫১ জন নেতা বানানো হয়েছে। এর মধ্যে ৪২ জন সহ-সভাপতি, ২২ জন যুগ্ম সম্পাদক, ৬৬ জন সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাকিরা সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদক পদে রয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই একাধিক ইউনিটে রয়েছেন।

জানা গেছে, নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটির ৪২ জন সহ-সভাপতির মধ্যে কারো ছাত্রত্ব নেই এবং এর মধ্যে ১৯ জন বিবাহিত। ২২ জন যুগ্ম সম্পাদকের মধ্যে ৫/৬ জন ছাড়া বাকি কারো ছাত্রত্ব নেই এবং এদের মধ্যে ১০ জন বিয়ে করে সংসার নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এর মধ্যে বিদেশ চলে যাওয়া মিল্লাত নামে একজনকে যুগ্ম সম্পাদক বানানো হয়েছে। তিনি দুই মাস আগে বিদেশে চলে গেছেন। অভিযোগ রয়েছে তিনি লাল্টুর খুব কাছের লোক তাই সে কমিটিতে রয়েছেন। ৬৬ জন সহ-সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে প্রায় ৪০ জনের ছাত্রত্ব নেই। বাকিরা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও পরীক্ষা না দিয়ে ছাত্রত্ব বজায় রেখে চলেছেন। এর মধ্যে গত মাসে নিহত হওয়া পল্লবী থানার ছাত্রদল নেতা মুরাদুল ইসলাম মুরাদকে সহ-সাধারণ সম্পাদক ছাত্রদল ঃ ৫

ছাত্রদল ঃ কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বানানো হয়েছে।

সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদকদের মধ্যে প্রায় ৫০ জনের ছাত্রত্ব নেই এবং বেশ কয়েকজন বিবাহিত। এছাড়াও পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনেকেই বিয়ে করে গোপন রেখেছেন এবং এক নেতা পাঁচটি বিয়ে করেছেন এমন অভিযোগও রয়েছে।

ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক বুয়েটের ছাত্র থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ভূগোলের ছাত্র বলে জানা গেছে। এছাড়া বাকি ৪ জনসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদকও আর্টের ছাত্র বলে জানা গেছে।

আইন সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ৬ জনের মধ্যে ৪ জনই আইনের ছাত্র নন। অথচ তারা সকলেই আইনের ছাত্র থাকার কথা।

এদিকে বর্তমান পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা গেছে, ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর সমর্থকরাই বর্তমান কমিটিতে স্থান পেয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, তিনি যোগ্যতার মাপকাঠি ছাড়াই তার সমর্থক নেতাকর্মীদেরকে বর্তমান পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে স্থান দেয়া হয়েছে। দলের অধিকাংশ ত্যাগি ও সিনিয়র নেতাদেরকে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে উল্লেখযোগ্য পদে রাখা হয়নি।

এদিকে দল থেকে বাদপড়া এবং উল্লেখযোগ্য পদ না পাওয়া নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বর্তমান পূর্ণাঙ্গ কমিটির বিরোধিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারা গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর আনন্দ মিছিল করতে দেননি। তারা কমিটির কোন সুরাহা না করে ক্যাম্পাসে মিছিল করতে দেবেন না বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনজন উল্লেখযোগ্য পদ না পাওয়া এবং বাদপড়া নেতা জানিয়েছেন, অছাত্র পিন্টু আর কানকাটা লাল্টুর রাজনীতি বেশিরভাগ নেতাকর্মীই মানতে চায় না। তাই বর্তমান কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত দলের মধ্যে বিশৃংখলা থাকবেই। ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটির বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে ছাত্রদলের সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু বলেন, এইসব অভিযোগ মিথ্যা এবং বানোয়াট। প্রবাসী এবং নিহত নেতার কমিটিতে স্থান পাওয়া সম্বন্ধে পিন্টু বলেন, তিন মাস আগে এই কমিটির খসড়া ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এই তিন মাসের মধ্যে হয়তো কেউ মারা গেছে কিংবা দেশের বাইরে চলে যেতেই পারে। তাছাড়া যে মারা গেছে তাকে মারা হয়েছে।